

অষ্টম অধ্যায় বাণিজ্য



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ হাবীব সাহেব স্বাধীনতার পর তৎকালীন সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করতেন। কৃষিজাত পণ্যটির রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায়, বর্তমানে তিনি সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক অপর একটি শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করছেন।

◀ **শিখনফল:** ৪/দি. বো. ২০১৭/

- ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ১
- খ. বাংলাদেশের ওপর মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিজাত পণ্যটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. হাবীব সাহেবের রপ্তানি পণ্য পরিবর্তন করার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বা ক্রয় বিক্রয়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য।

খ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্যের গুণ ও মান সুরক্ষায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

বাংলাদেশি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোও আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে অবাধ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের পোশাক ও ওষুধ শিল্প এর প্রমাণ। তবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন ধরনের কোটা - যেমন GSP সুবিধা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে হ্রাস করা উচিত নয়। মূলত তা শিল্প ধ্বংস করে। তা না হলে, অবশ্যই বলা যায়, বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধা ভোগ করে।

গ উদ্দীপকে হাবীব সাহেবের রপ্তানিকৃত কৃষিজাত পণ্যটি হলো পাট।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এটি স্বর্ণতন্তু নামে পরিচিত। বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। নিচে পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পাটের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তবে বিগত কয়েক দশকে এর চাহিদা কমে আসে, ফলে উৎপাদন কম হয় এবং বিশ্ববাজারেও এর চাহিদা কমে যায়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে একীভূত করায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্রে জানা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে ১৯.৬২ লাখ বেল পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৭ হাজার ২৯৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা আয় করে। যা পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮৭৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা বেশি। দেশে মোট কাঁচাপাটের উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ থেকে ৮৫ লাখ বেল। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা হচ্ছে ৬৩ লাখ বেল, যা মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫ শতাংশ। পাশাপাশি বছরে প্রায় ১২ লাখ বেল কাঁচাপাট বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। অবশিষ্ট ৭ থেকে ১০ লাখ বেল পাট ব্যবহার হচ্ছে গৃহস্থালি কাজে। সুতরাং বলা যায় যে, পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ হাবীব সাহেবের বর্তমানে রপ্তানিকৃত শিল্প পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক।

হাবীব সাহেব স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কৃষিপণ্য পাট রপ্তানি করতেন। কিন্তু পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার কমে যাওয়ায় তিনি তার রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিবর্তন করেন। বর্তমানে তিনি শিল্পপণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানি করে থাকেন। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের পাটের চাহিদা কমে যাওয়া, দেশীয়ভাবে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া এবং তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণই হাবীব সাহেবের রপ্তানি পণ্য পরিবর্তনের মূল কারণ।

সোনালি আঁশ নামে পরিচিত পাটের চাহিদা এক সময় বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্ব বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে পাটের চাষ হতো। ফলে এদেশের তৈরিকৃত পাটজাত পণ্য যেমন- চট, বস্তা, থলে, কাপেট, ম্যাট, পুতুল, শোপিস প্রভৃতি এবং কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি হতো। সময়ের পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে না পারা, অন্যান্য দেশের বাজার দখল, বিকল্প সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যবহার, অব্যবস্থাপনা, চাষীদের পাট চাষে অনীহা প্রভৃতি কারণে এদেশের পাটের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং রপ্তানি কমে যায়।

অন্যদিকে আশির দশকে এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উত্থান ঘটে। ভৌগোলিক কারণ, সস্তা শ্রমশক্তি, অনুকূল জলবায়ু, কাঁচামালের প্রাচুর্য প্রভৃতি নানাবিধ কারণে পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে সর্বোচ্চ পরিমাণ (BGMEA এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে ২৮০৯৪.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানির প্রায় ৮২.০১ শতাংশ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সস্তা শ্রমের কারণে এদেশে পোশাক তৈরির খরচ কম। আবার আন্তর্জাতিক

বাজারে চাহিদার কারণে বর্তমানে অনেক উদ্যোক্তাই তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে লাভবান হচ্ছেন।

তাই বলা যায় যে, উপরিউক্ত কারণগুলোর কারণেই হাবীব সাহেব তার রপ্তানিকৃত কৃষিপণ্য পাট পরিবর্তন করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছেন।

প্রশ্ন ২ যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহের নাম

ক	খ	গ
যশোর	চাঁদপুর	পায়রা
খুলনা	সোয়ারীঘাট	মংলা
ঈশ্বরদী	ভৈরব	চট্টগ্রাম

◀ **শিখনফল:** ১ [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]

- ক. বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য কাকে বলে? ১
খ. পশ্চাদভূমি কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ‘ক’ ও ‘খ’ নামের স্থানসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কলাম গ এর গুরুত্ব অনেক বেশি- বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বিস্তার পার্থক্যই বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য

খ যে অঞ্চলের উদ্ভূত উৎপন্ন দ্রব্যগুলো কোন বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি যে অঞ্চলে বন্টন করা হয়, সেই অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি।

গ ছকের ‘ক’ দ্বারা স্থলবন্দর ও ‘খ’ দ্বারা নদীবন্দর বোঝানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থল ও নদী বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্পদের সুসম বন্টনে স্থল ও নদীবন্দরগুলো ব্যবহার করা হয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য স্থল ও নদীবন্দরগুলো ব্যবহার করা হয়। যশোরের বেনাপোল সবচেয়ে ব্যস্ততম স্থলবন্দর। দেশের অধিকাংশ আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য এ বন্দরের মধ্য দিয়ে আদান-প্রদান করা হয়। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য এসব স্থল ও নদীবন্দরের সাহায্যে খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। ঢাকার সোয়ারীঘাটে দক্ষিণাঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য নদীপথে আনা হয় এবং এখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে (কারওয়ান বাজার, মালিবাগ বাজার) প্রেরণ করা হয়। চাঁদপুর, ভৈরব নদীবন্দর থেকে প্রচুর মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। সুতরাং বলা যায়, কৃষিজাত পণ্য থেকে শুরু করে শিল্পজাত পণ্য, আমদানিকৃত পণ্য প্রভৃতি সুসম বন্টনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থলবন্দর ও নদীবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে ‘গ’ কলামে উল্লিখিত সমুদ্রবন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দর। এ বন্দরটি পায়রা বন্দর এখনও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় নি।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭) চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি লেনদেনের কাজ সম্পাদিত হয়। এই বন্দরগুলোতে প্রশাসনিক এবং পরিচালনার কাজে বহুলোক নিয়োজিত রয়েছে। এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমুদ্রবন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য এ বন্দরগুলোর মাধ্যমে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে চিংড়ি, হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতি বেশকিছু পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। উল্লেখ্য পায়রা বন্দর পুরোদমে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ শুরু করলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য অনেক সহজ হবে।

সর্বোপরি বলা যায়, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে সমুদ্র বন্দরগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এসব বন্দরের মাধ্যমে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্বও আয় হয়।

প্রশ্ন ৩ ইফতেখার খান গাজীপুরে একটি পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। এ কারখানার জন্য যে সুতা প্রয়োজন হয় তা তিনি চীন থেকে নিয়ে আসেন। আবার তার কারখানার তৈরি পণ্য বিভিন্ন দেশে রফতানি করেন।

◀ **শিখনফল:** ১

- ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইফতেখার খানের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দ্বারা কী ধরনের বাণিজ্য সংঘটিত হয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বাণিজ্য সংঘটনে কী কী নিয়ামক প্রভাব ফেলে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান হয়, তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন- বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য।

খ মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। বাণিজ্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়ে থাকে।

গ ইফতেখার খানের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক

সার্বভৌম দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা কার্যাদির আদান-প্রদানকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্ভূত পণ্য চাহিদাপূর্ণ অন্য দেশে রপ্তানি এবং নিজের দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করা হয়।

ইফতেখার খান তার কারখানায় পোশাক তৈরির জন্য চীন থেকে সুতা আমদানি করেন। আবার এই সুতা দ্বারা তৈরি পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন। এভাবে এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জড়িত দেশগুলো নিজেদের পক্ষে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে। এ প্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেসব নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো—

পরিবেশগত বৈষম্য: পৃথিবী বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত। কোথাও নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য, কোথাও বর্ষাবিধৌত মৌসুমি আবার কোথাও শুষ্ক অঞ্চল, কোথাও উষ্ণ কিংবা নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ, কোথাও হিমশীতল তুষারশুভ্র ভূপ্রকৃতি অর্থাৎ দেশ-দেশান্তরে পরিবেশের বৈষম্য লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের এ বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করেই আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব হয়।

জনসংখ্যাগত বৈষম্য: যেসব দেশে লোকবসতি পাতলা এবং স্থানীয় চাহিদা কম সেখান থেকে উদ্ভূত কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। আবার জনসংখ্যার চাপ অধিক এবং এর ফলে চাহিদাও বেশি, অথচ কিছু দেশে নিজ উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে এদের পক্ষে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ফলে তারা আমদানি করে।

সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য: উন্নত জীবনযাত্রার মান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিফলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা অধিক থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক।

পরিবহন ব্যবস্থাগত বৈষম্য: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি স্থানগত এবং কালগত অসুবিধা দূর করে। বর্তমান বিশ্বে পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। যে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা যত উন্নত সে দেশের বাণিজ্য তত বেশি প্রসার লাভ করে। যেমন— জাপান সমুদ্র পথে অবাধে বাণিজ্য করার সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

সরকারি নীতিগত বৈষম্য: কোনো দেশের বাণিজ্যিক গতি-প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের শিল্প রক্ষার প্রয়োজনে সরকার সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্তন করে আমদানি নিষিদ্ধ করতে পারে। সরকারি মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বহিঃবাণিজ্যের উন্নতি বা অবনতি ঘটে থাকে। উপরের আলোচিত নিয়ামকসমূহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৪ রহমত একজন ব্যবসায়ী। সে প্রতি বছর রমজানের আগে সৌদি আরব থেকে খেজুর আমদানি করে। রমজান মাসে খেজুরের প্রচুর চাহিদা থাকে। তাই রহমত লাভবান হয়।

◀ **শিখনফল:** ১/অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য: অনু-১/

- | | |
|---|---|
| ক. বাণিজ্য কী? | ১ |
| খ. বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী? | ২ |
| গ. রহমতের সৌদি থেকে খেজুর আমদানি কোন বাণিজ্যের শ্রেণিভুক্ত এবং কেন? | ৩ |
| ঘ. বাণিজ্য কীভাবে অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে আলোচনা করো। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

খ পণ্যদ্রব্য ও পরিসেবামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদানকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্য প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা: i. অভ্যন্তরীণ ও ii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

গ মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মানুষের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষকে অন্যদেশ থেকে খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী আমদানি এবং উৎপাদিত পণ্যের উদ্ভূত অংশ রপ্তানি করতে হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত রমজান মাসে সৌদি আরব থেকে খেজুর আমদানি করে। কারণ রমজান মাসে খেজুরের চাহিদা বেশি থাকে। রহমতের খেজুর আমদানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রেণিভুক্ত।

কেননা যখন এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামে পরিচিত। রহমত যেহেতু সৌদি থেকে খেজুর বাংলাদেশে নিয়ে আসে বলে তাকে আমদানিমূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামেও অভিহিত করা যায়।

ঘ উন্নত জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। কোনো দেশ বা অঞ্চলের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব না। তাই অন্যদেশ থেকে উদ্ভূত পণ্য আমদানি করে চাহিদা মেটানো হয়। এই চাহিদা মেটানোর দরুণ বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়।

শুধু এই চাহিদা মেটানোই বাণিজ্যের মূল কারণ নয়। বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো অর্থনৈতিক। বাণিজ্য অর্থনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে। কারণ অনেক দেশেরই অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উদ্ভূত পণ্য থেকে যায়। যেসব দেশে এসব উদ্ভূত পণ্যের চাহিদা রয়েছে তা উক্ত দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। আর বৈদেশিক মুদ্রা যে কোনো দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে। আবার বাংলাদেশ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল অন্য দেশ থেকে আমদানি করছে। ফলে এসব দেশও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক নিবিড়।

প্রশ্ন ▶ ৫ ঘটনা-১ : উত্তরবঙ্গের সাইফুল তার জমির উৎপাদিত শাক-সবজি ট্রাকযোগে ঢাকার কাওরান বাজারে নিয়ে আসেন। এখান থেকে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা সেগুলো দেশের অন্যত্র নিয়ে যান।

ঘটনা-২ : বাংলাদেশের একটি কোম্পানি জাপানের একটি কোম্পানির সাথে বাণিজ্য করে থাকে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে পণ্য আনা নেওয়া করা হয়। বছর শেষে দেখা যায়, জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

◀ **শিখনফল-১ ও ৬**

- | | |
|--|---|
| ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কোন নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত? | ১ |
| খ. বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো? | ২ |
| গ. ঘটনা-১ এর বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. ঘটনা-২ এর ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সরকারি নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়। পণ্যদ্রব্যের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তা আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে। যেমন— জাপানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে দেশটি আমাদের পরিবেশ উন্নয়নেও (জাপানি সংস্থা JICA-র নগর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম) সহায়তা করছে। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

গ ঘটনা-১ দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। কোনো দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উৎপাদক থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোক্তার কাছে বিক্রি পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। সাইফুল তার উৎপাদিত শাকসবজি উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসে। ঢাকা থেকে এসব পণ্য পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়। এভাবে সাইফুলের উৎপাদিত পণ্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে আদান প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

ঘ ঘটনা-২ এ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

বিশ্বের যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং সেই সঙ্গে উন্নয়ন নির্ভর করে। উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা বা অসম বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের একটি কোম্পানি জাপানের একটি কোম্পানির সাথে বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। কারণ বাংলাদেশ অনুন্নত এবং জাপান একটি উন্নত দেশ।

জাপানে প্রচুর সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য অধিক থাকায় দেশটি বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশে রপ্তানি করে থাকে। পক্ষান্তরে এসব রপ্তানিকৃত দ্রব্য বাংলাদেশ আমদানি করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ হওয়ায় ঐ দেশে সে পরিমাণ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করতে পারে না। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পদের প্রাপ্যতা ও অর্থনৈতিক কারণে বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব তানভীর আহমেদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তৈরি পোশাক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি তার গার্মেন্টসের জন্য ভারত ও চীন থেকে সুতা ও তুলা আমদানি করেন। তিনি তার গার্মেন্টসের তৈরি পোশাক ইউরোপ ও আমেরিকায় বিক্রি করেন। তিনি মাসে দুবার তুলা ও সুতা আমদানি করেন এবং মাসে দুবার তৈরি পোশাক বিক্রি করেন। এতে তার ভালো লাভ থাকে।

◀ **শিখনফল: ৩**

- | | |
|---|---|
| ক. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কী? | ১ |
| খ. রপ্তানি বাণিজ্যের দুটি সুবিধা লেখো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলা যায় কি? নিরূপণ করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমের আলোকে বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি তুলনামূলকভাবে প্রচলিত পণ্যদ্রব্যের চেয়ে কম তাই অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য। যেমন— ব্যাঙের পাঁ।

খ একটি দেশ তার অধিক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে নিজ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। দুটি সুবিধা হলো—

১. রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ এবং
২. সেবাখাতে আধাদক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ লাভ।

গ উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলা যায়। কারণ, তিনি পোশাক তৈরির জন্য অন্য দেশ থেকে তুলা ও সুতা আমদানি করেন এবং তৈরি পোশাক বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন।

বাণিজ্য মূলত ব্যবসায়ের একটি অংশ। পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমেই বাণিজ্য সংঘটিত হয়। বাণিজ্য পণ্য ও সেবার বিনিময় প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। বাণিজ্যের মূলকথাই হচ্ছে অর্থ উপার্জন করা, যার মাধ্যমে পণ্যের আদান-প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাণিজ্যের জন্যই পণ্যের কেনাবেচা হয়ে থাকে। বাণিজ্য সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উপযোগিতা তৈরি করে। বাণিজ্য প্রকৃতির প্রধান শর্তই হলো নিয়মিত লেনদেন। তাই বলা যায়, তানভীর আহমেদের কার্যক্রম বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমটি বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেগুলো হলো—

১. বাণিজ্য বলতে পণ্যের আদান-প্রদানই বোঝায়। বাণিজ্য মূলত ব্যবসায়েরই একটি অংশ।

- ii. বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা যায়। কারণ, অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পণ্যের আদান-প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
 - iii. বাণিজ্য ঐ ধরনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে, যার মাধ্যমে তার লাভ হবে।
 - iv. বাণিজ্য পণ্য ও সেবার বিনিময় প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ পণ্য ও সেবার বিনিময় বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
 - v. বাণিজ্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো লাভ করার মনোভাব। কারণ, বাণিজ্যের মূলকথাই হলো লাভ করা।
 - vi. বাণিজ্যের উপযোগীতা সৃষ্টি হয়।
 - vii. বাণিজ্য সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উপযোগিতা তৈরি করে।
 - viii. বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যই হলো নিয়মিত লেনদেন। বিচ্ছিন্ন কোনো লেনদেন বাণিজ্যের অংশ হতে পারে না।
- সুতরাং বলা যায় যে, বাণিজ্য বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ।

প্রশ্ন ► ৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	পণ্য আমদানি ব্যয়	পণ্য রপ্তানি আয়
২০১৩-১৪	৪০৭৩২	৩০১৭৭
২০১৪-১৫	৪০৭০৪	৩১২০৯
২০১৫-১৬	৪২৯২১	৩৪২৫৭

শিখনফল: ২

- ক. রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের অবদান কত শতাংশ? ১
- খ. বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি বা ধরন ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উপরের ছকে কোন বছর রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উপর্যুক্ত ছকে বর্ণিত পণ্যসমূহের বিবরণ দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের অবদান ৮২ শতাংশ।

খ বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি বা ধরন মূলত আমদানিনির্ভর। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য বিচারে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতির পরিমাণ কোনো বছর কম থাকে, আবার কোনো বছর বৃদ্ধি পায়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রধান। অপরদিকে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, মৎস্য, কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান।

গ উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ সালে রপ্তানি আয় ছিল ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ছিল ৪২,৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বছর আমদানি ও রপ্তানির ব্যবধান ছিল ৮৬৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৩-১৪ সালে রপ্তানি আয় ছিল ৩০,১৭৭ এবং আমদানি ব্যয় ৪০,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের ব্যবধান ১০,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার ২০১৪-১৫ সালে রপ্তানি আয় ছিল ৩১২০৯ এবং আমদানি ব্যয় ছিল ৪০৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ও রপ্তানি ব্যয়ের ব্যবধান ৯৪৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ সালে আমদানি ও রপ্তানির ব্যবধান থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ব্যবধান ২০১৩-১৪ সালে। যার পরিমাণ ১০,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ও রপ্তানি আয়ের এত বিশাল ব্যবধান থেকে বোঝা যায় যে, ২০১৩-১৪ সালে বাণিজ্য ভারসাম্য কম ছিল।

ঘ উল্লিখিত ছক দ্বারা বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কলকারখানার যন্ত্রপাতি, লৌহ ইস্পাত, পেট্রোল, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করে। অন্যান্য আমদানি দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, ভোজ্যতেল, বিভিন্ন প্রকার তেলবীজ, চিনি, সার, ডিজেল, তুলা, সুতা ও সুতিবস্ত্র, পশমবস্ত্র, সিল্কের কাপড়, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, স্লিপার, কৃষি যন্ত্রপাতি, সিগারেট, শিশুখাদ্য, কাচের দ্রব্য, টায়ার ড্রাইসেল ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাস্ব, মোটরগাড়ি, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, গ্রামোফোন, খুচরা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে—

প্রাথমিক পণ্য: প্রাথমিক পণ্যসমূহ হলো হিমায়িত খাদ্য, চা, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল ও অন্যান্য।

শিল্পজাত পণ্য: শিল্পজাত পণ্যসমূহ হলো তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার চামড়া, পাটজাত পণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, পাদুকা, সিরামিক দ্রব্য, প্রকৌশল সামগ্রী, পেট্রোলিয়াম উপজাত, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ও অন্যান্য।

পরিশেষে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বহুবিধ রপ্তানি পণ্য থাকলেও এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সর্বদাই প্রতিকূল। যদিও তা অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে।

প্রশ্ন ► ৮ ঘটনা-১: নাজমুল সাহেবের খুলনায় কয়েকটি চিংড়ি মাছের ঘের রয়েছে। এসব মাছের বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় তিনি এগুলো বিদেশে রপ্তানি করেন।

শিখনফল: ৩

ঘটনা-২: নাজমুল সাহেবের খুলনা শহরে দুটি তেলের পাম্পও রয়েছে। এই পাম্পের তেল তাকে সৌদি আরব থেকে নিয়ে আসতে হয়।

- ক. হাট কাকে বলে? ১
- খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘটনা-১ এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঘটনা-২ এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহে দুই বা তিন দিন যে অস্থায়ী ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র দেখা যায়, তাকে হাট বলে।

খ মানুষ বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির বিনিময়েই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্ভূত পণ্য চাহিদাপূর্ণ অন্য দেশে রপ্তানি এবং নিজের দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ পণ্য আমদানি করা হয়।

গ উদ্ভীপকের ঘটনা-১ এ নাজমুল সাহেব বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি মাছ বিদেশে পাঠান। এর ফলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—
স্বল্প সংখ্যক রপ্তানি দ্রব্য: বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে স্বল্পসংখ্যক দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য: বাংলাদেশে বর্তমানে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি পণ্যগুলো শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। যেমন: তৈরি পোশাক, চিংড়ি, ফুল, হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি।

কৃষিভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের অভাব: কৃষিজাত রপ্তানি পণ্য এখন আগের অবস্থায় নেই। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। তবে চিনি, চা ইত্যাদির বাজার বেশ সংকুচিত।

সমুদ্র পথে রপ্তানি: বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই সমুদ্রপথে সম্পন্ন করে থাকে। চট্টগ্রাম ও মংলার পর পায়রা সমুদ্র বন্দরের কাজ পুরোদমে শুরু হলে তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ: ব্যাক, বীমা, বিদেশি জাহাজ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সুনির্দিষ্ট কিছু দেশের সাথে বাণিজ্য: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কিছু দেশ, যেমন- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত প্রভৃতির সাথে সংঘটিত হয়।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ: দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদার বাণিজ্য নীতি বেশ কিছু ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যকে সংকুচিত করে থাকে। যেমন: পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে।

ওয়েজ আর্নাস স্কিম: ওয়েজ আর্নাস স্কিমের আওতায় বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগে প্রবাসীদের অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ও বাণিজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও ঋণাত্মক অবস্থানে রয়েছে।

ঘ উদ্ভীপকে ঘটনা-২ এ নাজমুল সাহেব দেশে তেল আমদানি করে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন করে থাকেন।

বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমদানি বাণিজ্যের বিকল্প নেই।

নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—

আমদানি দ্রব্যের আধিক্য: বাংলাদেশে রপ্তানি দ্রব্যের তুলনায় আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ অনেক বেশি। কারণ বাংলাদেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। অধিক জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে পণ্য আমদানি করা হয়।

বিলাস দ্রব্যের আমদানি হ্রাস: দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধে কিছু বিদেশি বিলাস দ্রব্যে আমদানি নিষিদ্ধ,

আবার কিছু আমদানি হ্রাস করা হয়েছে। এর মধ্যে মোটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি: বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রচুর শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকজা এবং শিল্পের কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা এ সকল যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে পারে।

সুনির্দিষ্ট কিছু দেশের সাথে বাণিজ্য: বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য ভারত, চীন প্রভৃতি অল্প কয়েকটি দেশের সাথে সংঘটিত হয়।

শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি: বাংলাদেশ শিল্পের কাঁচামালের পাশাপাশি শিল্পজাত পণ্য ও আমদানি করে। শিল্পে উন্নত নয় বিধায় বহুবিধ শিল্পদ্রব্য এদেশের আমদানি পণ্য। যেমন-মোটর গাড়ি, ইলেকট্রনিকস ইত্যাদি।

সমুদ্র পথে আমদানি: বাংলাদেশ খাদ্যশস্য, ভারি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি পণ্য পরিবহনে সমুদ্রপথ ব্যবহার করে। সিংহভাগ আমদানি বাণিজ্য সমুদ্রপথেই সংঘটিত হয়।

খাদ্য ঘাটতি পূরণ: বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যের ঘাটতি হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে খাদ্য আমদানি করে খাদ্যঘাটতি পূরণ করা হলে দেশীয় মুদ্রার ওপর চাপ কম পড়বে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯ দুই ব্যবসায়ী নোমান ও সিফাত। নোমান বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে আর সিফাত দেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে। তবে দুইজনের বাণিজ্যই দেশের অর্থনীতিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. কত সালে OPEC গঠিত হয়? ১
- খ. বাণিজ্যের প্রয়োজন হয় কখন? ২
- গ. নোমান ও সিফাতের বাণিজ্যের গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. নোমানের ব্যবসায় উন্নতির ক্ষেত্রে কোনটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬০ সালে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত ও ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে OPEC গঠিত হয়।

খ মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

আমাদের ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়।

গ নোমান ও সিফাত বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত, যার গুরুত্ব বর্তমান বিশ্বে অপরিসীম।

নোমান বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং সিফাত দেশ থেকে পণ্য রপ্তানি করে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে।

নিম্নে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—
পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়: দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত কৃষিজ ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। এ থেকে দেশটি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এ অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করে থাকে।

কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি: বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকজা, কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা এ সকল যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে পারে।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস: বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। একমাত্র পণ্যদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাহলে বাংলাদেশের বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে।

দেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাজার প্রসার: বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের চাহিদাপূর্ণ বাজার সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে দেশের পণ্যদ্রব্য বিশ্ববাণিজ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করবে।

খাদ্য ঘাটতি পূরণ: বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যের ঘাটতি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে খাদ্য আমদানি করে খাদ্যঘাটতি পূরণ করা হলে দেশীয় মুদ্রার ওপর চাপ কম পড়বে।

বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শ্রমশক্তির গতিশীলতার প্রসার: বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে শ্রমশক্তির গতিশীলতা বৃদ্ধি করে, জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ঘ নোমানকে পণ্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস করে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় কৃষি পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, জুতা, সিরামিক সামগ্রী এমনকি ওষুধও রপ্তানি করা হয়। এসবই রপ্তানিযোগ্য। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি

পেয়েছে। হিমায়িত মাছ, শূটকি, পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। এছাড়া রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশেরই কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। তাই রপ্তানি পণ্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি ও পণ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যাবে। রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতির সুফল পাবে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে বৃদ্ধি পেলে এর ব্যাপক বহুমুখীকরণ সম্ভব এবং উক্ত পণ্যগুলোর বহুমুখীকরণই দেশটির অর্থনীতি চাঙ্গা করবে। সুতরাং, নোমানেরও ব্যবসায়ের উন্নতিতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ হাসান কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এসে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় যোগদান করে এবং ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হাসানের ভাই আহসান গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে এবং অবসর সময়ে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে সেও আস্তে আস্তে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

◀শিখনকল▶ ৫

- ক. বাণিজ্য কী? ১
- খ. বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী? ২
- গ. হাসানের তৈরি পণ্যটি বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের আলোকে হাসান এবং আহসানের তৈরি পণ্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ বহুৎ পরিসরে বিভিন্ন দেশ পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং আদান প্রদান করে বাণিজ্যে সংঘটিত করে।

বাণিজ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা: ১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

গ হাসানের তৈরি পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে শিল্প প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করায় দেশে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখানে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। যেমন— এ দেশের পোশাক শিল্পের অনুকূল জলবায়ু, সস্তা ও প্রচুর শ্রমিক, উন্নত কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণ বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করেছে।

জলবায়ু: বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু কারখানায় শ্রমিকদের অধিক সময় কাজ করার বিশেষ উপযোগী। এজন্য এদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

কাঁচামাল: পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বস্ত্র। দেশীয় উন্নতমানের বস্ত্র ব্যবহার করে এদেশে বেশ কিছু তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে।

শক্তি সম্পদ: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহর কেন্দ্রিক গড়ে ওঠায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে অসুবিধা হয় না। তাই ঢাকা শহরের আশপাশে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে ওঠেছে।

মূলধন: শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি পোশাক শিল্পের অর্থ যোগান দেয়। এ কারণে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক বিস্তার হয়েছে।

শ্রমিক: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে সুলভে শ্রমিক পাওয়া যায় এবং স্বল্প মজুরিতে কাজ করানো যায়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত নিয়ামকগুলোর কারণেই হাসানের তৈরি পণ্যটি তথা পোশাক শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ছে।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে হাসানের তৈরি পণ্যটি তৈরি পোশাক এবং আহসানের তৈরি পণ্যগুলো হলো কৃষিজাত পণ্য এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য। হাসান এবং আহসানের উভয়ের তৈরি পণ্যগুলোই বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতো এদেশকেও উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তাই রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অত্যধিক।

সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় কৃষি পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, জুতা, সিরামিক সামগ্রী এমনকি ওষুধও রপ্তানি করা হয়। এসবই রপ্তানিযোগ্য। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত মাছ, শূটকি, পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। এছাড়া রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশেরই কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। তাই রপ্তানি পণ্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি ও পণ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যাবে। রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতির সুফল পাবে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে বৃদ্ধি পেলে এর ব্যাপক বহুমুখীকরণ সম্ভব এবং উক্ত পণ্যগুলোর বহুমুখীকরণই দেশটির অর্থনীতি চাঙ্গা করবে।

প্রশ্ন ১১ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উৎপাদিত একটি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। তখন ঐ দ্রব্যটিই ছিল সর্বোচ্চ রপ্তানিকারী পণ্য। পরবর্তীকালে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনে উক্ত দ্রব্যের জায়গায় বিভিন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এভাবেই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

◀ শিখনফল: ৫ ও ৬

- ক. WTO-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত সালে? ১
- খ. বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WTO-এর প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি।

খ বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি বা ধরন মূলত আমদানিনির্ভর। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য বিচারে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতির পরিমাণ কোনো বছর কম থাকে, আবার কোনো বছর বৃদ্ধি পায়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রধান। অপরদিকে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, মৎস্য, কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান।

গ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রচলিত পণ্যসমূহই রপ্তানি করত। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে দেশ এগিয়ে যেতে থাকে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিম্নে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রচলিত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস: ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে প্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বেশি ছিল। বিভিন্ন কারণে দেশের প্রচলিত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপ্রচলিত পণ্যের শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি: বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে নানা ধরনের অপ্রচলিত পণ্য যেমন- ওভেন গার্মেন্টস, নিটওয়্যার, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া ইত্যাদির প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি: বিশ্ববাজারে অপ্রচলিত পণ্যের চাহিদা থাকায় দেশে এসব পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানির পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল

৪৪৭.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৭১.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রচলিত পণ্যের রপ্তানির শতকরা হার ৩% এবং অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি মূল্যের শতকরা হার ৯৭%।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ অনেক উন্নয়নশীল দেশ আছে যারা নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে খুব কম সংখ্যক পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে কিন্তু বাংলাদেশ দিন দিন রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের রপ্তানির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিদেশে হিমায়িত খাদ্যের চাহিদা বেশি থাকায় এসব দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে বিদেশে এগুলোর রপ্তানি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে কৃষিতে বাংলাদেশ যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি বিদেশেও প্রচুর কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিযোগ্য শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, নিউওয়ার, পাদুকা, হোম টেক্সটাইল, চামড়া, ওভেন গার্মেন্টস, পেট্রোলিয়াম, রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ১২ ঘটনা-১: জনাব বদরুল একজন কৃষক। বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় তার উৎপাদিত চা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

ঘটনা-২: জনাব কামরুল সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে চাল আমদানি করেন।

◀ শিখনফল: ৭

- ক. সিল্ক রোড কী? ১
- খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটনে অর্থনৈতিক নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. জনাব বদরুল ও কামরুল সাহেবের আমদানি-রপ্তানির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বাণিজ্যের ফলে কী কী অসুবিধা হতে পারে-বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তৃতির জন্য যে রোড গড়ে উঠেছিল তাই সিল্ক রোড নামে পরিচিত।

খ অর্থনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন লক্ষণীয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ করে উৎপাদন ব্যয়, মুদ্রা বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি, সরকারি নীতি, জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য প্রভৃতি নিয়ামকের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

গ জনাব বদরুল ও কামরুল সাহেব যথাক্রমে চা রপ্তানি ও চাল আমদানি করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে এ ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সম্পর্কের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশ বিভিন্ন সুবিধা পায়। যেমন—

মোট উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাণিজ্যের দ্বারা বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায় বলে দেশের রপ্তানি দ্রব্যের বাজারের বিস্তৃতি ঘটে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল পরিমাণ পণ্য দ্রব্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়।

অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা: কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। বাংলাদেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না সেগুলো আমদানি করে থাকে।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং কম দামে ক্রয় বিক্রয়: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশ বাণিজ্যের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করতে পারে। এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং কম দামে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর খাদ্যশস্য নষ্ট হলে এবং খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা হয় এবং দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি হতে দেশকে রক্ষা করা হয়।

সম্পদের বণ্টন ও বিনিয়োগ: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশও এ সুবিধা ভোগ করে।

উৎপাদনকারীর দক্ষতা: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশের উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বাড়ে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য দ্রব্যের মান উন্নয়ন ও দাম কম করা প্রয়োজন হয়।

সুতরাং বলা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে।

ঘ উদ্দীপকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বলতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে বোঝানো হয়েছে।

আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর হলেও যেসব অসুবিধা সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো—

সুযম অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা: কোনো দেশ কৃষিজাত দ্রব্য আবার কোনো দেশ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। ফলে কৃষি ও শিল্পের এক সাথে সুযম উন্নয়ন ঘটে না।

আত্মনির্ভরশীলতার পরিপন্থী: বাংলাদেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করলেও অনেক দ্রব্যের কাঁচামালের (যেমন— তৈরি পোশাকের জন্য সূতা) জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল

হয়ে পড়েছে। এরূপ পরনির্ভরশীলতা বিদেশি শক্তিশালী দেশগুলো বাংলাদেশের ওপর আশ্রাসন সৃষ্টি করতে পারে।

ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কোনো কোনো দেশের প্রাথমিক ও বর্তমান লাভ অর্জনের স্পৃহা এত বেশি প্রবল হয় যে ঐ দেশগুলোর ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানি: বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগে ব্যবসায়ীগণ বেশি মুনাফা অর্জনের আশায় ক্ষতিকর (যেমন—ইয়াবা, হেরোইন) ও বিলাস দ্রব্য আমদানি করে। এগুলোর বেশির ভাগই জনগণের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি করেছে।

দেশীয় শিল্প প্রসারের পরিপন্থী: বিদেশ হতে আমদানিকৃত দ্রব্য কম দামে পাওয়া গেলে জনগণ দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করতে চায় না। ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

উন্নত দেশের অবাধ শোষণের সুযোগ: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের অসম প্রতিযোগিতার ফলে অনুন্নত দেশগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বন্দ্ব ও সংঘাত: বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বাজার খুঁজতে গিয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। ফলে যে কোনো সময় বাণিজ্যভুক্ত দেশের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

ডাম্পিং: বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে এক দেশ অন্য দেশের শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য কম দামে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। এতে দ্বিতীয় দেশটির শিল্প বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে অনেক অসুবিধা ভোগ করেছে। তবে সুষ্ঠু বাণিজ্য কৌশল অবলম্বন করে এসব অসুবিধা কাটিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য সচল রাখতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নজরুল ইসলাম জনসংখ্যা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা। তিনি জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে দেখতে পেলেন উন্নয়নশীল একটি দেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটচ্ছে এবং এর ফলে উক্ত দেশের অর্থনীতি সচল থাকছে।

- ক. OPEC কী? ১
খ. বাংলাদেশের আমদানি পণ্যগুলোর নাম লেখো। ২
গ. জনসংখ্যা রপ্তানির ফলে উন্নয়নশীল দেশটির অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়ছে ব্যাখ্যা করো? ৩
ঘ. উক্ত দেশ হতে আমদানিকারক দেশগুলোর জনসংখ্যা আমদানির কারণ বিশ্লেষণ করো? ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OPEC হলো পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংগঠন।

খ বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর রাষ্ট্র। এদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্পের যন্ত্রাংশ ও কৃষিজাত দ্রব্যই প্রধান।

বাংলাদেশের শিল্পজাত আমদানি পণ্যগুলো হলো- ভোজ্যতেল, পেট্রোলিয়াম, সার, ক্লিংকার, ফাইবার, সুতা ইত্যাদি। এ দেশের

কৃষিজাত আমদানি পণ্যগুলো হলো- চাল, গম, তেলবীজ, কাঁচা তুলা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে আলোচিত উন্নয়নশীল দেশটি হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জনবহুল একটি দেশ, এই দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো জনশক্তি রপ্তানি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানির মতো জনশক্তিও আমদানি-রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে জনশক্তি রপ্তানি করেছে। যেমন— সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সংখ্যক দক্ষ, আধাদক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করেছে। জনশক্তি রপ্তানি বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এই জনশক্তি রপ্তানি হয়। এর দ্বারা বেকার সমস্যা লাঘব হওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগও বাড়ছে। ফলে কর্মসংস্থান হচ্ছে। অর্থনীতি হচ্ছে উন্নত।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ জনশক্তি আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আগ্রহের কারণ হচ্ছে বাঙালিদের শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন—

জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশি শ্রমিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই অধিক উৎপাদনের ফলে আমদানিকারক দেশ অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং তা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শিল্পোন্নয়ন: শিল্পের উন্নতির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক শ্রমের প্রয়োজন। আমদানিকারক দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নে যে সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন তা না থাকায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে থাকে। এতে ঐ সব দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যোগ হয়। যে দেশ যত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম সে দেশ শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিদেশি পণ্যের আমদানি বন্ধ: আমদানিকারক দেশগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক রপ্তানির চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এসব দেশ জনশক্তি আমদানি করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশি জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐসব দেশ নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে।

দ্রব্যের মান উন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে কারণ বাংলাদেশি শ্রমিক ঐসব দেশে

গিয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে এবং টিকিয়ে রাখতে মনোযোগী হয়ে শ্রম প্রদান করে। এতে উন্নত পণ্য বিদেশে রপ্তানি সহজ ও সুবিধাজনক হয়।

সস্তায় শ্রমিক আমদানি: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য স্বল্প মূল্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে। আর আমদানিকারক দেশগুলো এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সস্তায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। উল্লিখিত কারণে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রাসেলদের এলাকার কয়েকজন লোক কর্মসংস্থানের জন্য সরকারিভাবে মালয়েশিয়া যায়।

- ক. WTO কী? ১
খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাসেলদের এলাকার লোকজন জাতীয় অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর এরূপ লোক নেওয়ার কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WTO হলো বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন।

খ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মূলত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য।

কোনো দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উৎপাদক থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে অবশেষে ভোক্তার কাছে বিক্রি পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

গ রাসেলদের এলাকার লোকজন মালয়েশিয়ায় প্রবাসী তাদের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ জনবহুল একটি দেশ, এই দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো জনশক্তি রপ্তানি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানির মতো জনশক্তিও আমদানি-রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে জনশক্তি রপ্তানি করছে। যেমন— সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সংখ্যক দক্ষ, আধাদক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করছে। জনশক্তি রপ্তানি বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এই জনশক্তি রপ্তানি হয়। এর দ্বারা বেকার সমস্যা লাঘব হওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগও বাড়ছে। ফলে কর্মসংস্থান হচ্ছে। অর্থনীতি হচ্ছে উন্নত।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রাসেলদের এলাকার জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ জনশক্তি আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আগ্রহের কারণ হচ্ছে বাঙালিদের শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন—

জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশি শ্রমিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই অধিক উৎপাদনের ফলে আমদানিকারক দেশ অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং তা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শিল্পোন্নয়ন: শিল্পের উন্নতির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক শ্রমের প্রয়োজন। আমদানিকারক দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নে যে সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন তা না থাকায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে থাকে। এতে ঐ সব দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যোগ হয়। যে দেশ যত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম সে দেশ শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিদেশি পণ্যের আমদানি বন্ধ: আমদানিকারক দেশগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক রপ্তানির চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এসব দেশ জনশক্তি আমদানি করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশি জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐসব দেশ নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে।

দ্রব্যের মান উন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে কারণ বাংলাদেশি শ্রমিক ঐসব দেশে গিয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে এবং টিকিয়ে রাখতে মনোযোগী হয়ে শ্রম প্রদান করে। এতে উন্নত পণ্য বিদেশে রপ্তানি সহজ ও সুবিধাজনক হয়।

সস্তায় শ্রমিক আমদানি: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য স্বল্প মূল্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে। আর আমদানিকারক দেশগুলো এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সস্তায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

উল্লিখিত কারণে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনশক্তি আমদানি হ্রাস পেয়েছে। সরকার জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে।

◀ *শিখনফল: ৮*

- ক. EFTA সংস্থাটি কোথায় গঠিত হয়? ১
খ. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলো কী কী? ২
গ. বাংলাদেশে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ক্ষেত্রে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EFTA (European Free Trade Association) সংস্থাটি ১৯৬০সালে যুক্তরাজ্যের স্টকহোমে গঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য দুই ধরনের। যথা: i. প্রচলিত; এবং ii. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

প্রচলিত রপ্তানি পণ্য : কাঁচাপাট, চা, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য : তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চামড়া, ওষুধ, হস্তশিল্প, জুতা, টেক্সটাইল, ফেরিক্স ইত্যাদি।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী বর্তমানে অনেক দেশে (সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া) বাংলাদেশ থেকে স্বল্প ও আধাদক্ষ জনশক্তি আমদানি হ্রাস পেয়েছে।

জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে।

সম্প্রতি দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও স্বল্পদক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার তুলনামূলক কমেছে। ২০১৬ সালে পূর্বের চেয়ে স্বল্প ও আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার যথাক্রমে ১৭ ও ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে সময়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৪১ শতাংশ। একই স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ৫৮ থেকে কমে ৪১ শতাংশ এবং আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ২২ থেকে কমে ১৬ শতাংশে দাড়িয়েছে। এ শ্রমিকেরা কম মজুরিতে কাজ করছে। নতুন শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রেও কাক্ষিত শ্রমিকের অভাবে বাজারে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমদানিকারক দেশগুলো ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে। [সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭]

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। এ খাতটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ১৬ পোশাক শিল্পের মালিক সাইফ সাহেব। তার শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন। অপরদিকে তার বন্ধু ফাহাদ যশোরের একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুল সরবরাহ করেন।

◀ শিখনফল: ১

- ক. সুইজারল্যান্ডের রাজধানী কোথায়? ১
- খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির একটি কুফল ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সাইফ সাহেবের কারখানাটি বাংলাদেশে গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সাইফ ও ফাহাদের বাণিজ্যের ধরন কি একই রকম। বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায়।

এক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া আবশ্যিক তা হলো—

উপর্যুক্ত সরকারি নীতি: ১৯৮২ সালের অভিবাসী আইনের সংস্কার করে এতে শ্রমিকদের জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় নীতি সংযোজন ও সংস্করণ আবশ্যিক। এছাড়া বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের ভূমিকার স্বীকৃতি ও অর্জিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন আবশ্যিক।

মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা: দেশে এবং বিদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও জোরদার করা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে BMET (Bureau of Manpower, Employment and Training) -এর মনিটরিং ইউনিটকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানও জরুরি।

যোগ্য ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান: যেসব শ্রমিক বিভিন্ন কাজে দক্ষ, সরকারের উচিত একমাত্র তাদেরই যথাযথ সার্টিফিকেট প্রদান করা এবং বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবর্ধক কর্মসূচি: জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি কেবল শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টা ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থার কাছে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের উচিত এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। সেজন্য দেশত্যাগের পূর্বে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকে সকল শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার: বাংলাদেশে প্রচলিত কেরানি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে তাকে কারিগরি ও কর্মমুখী করা আবশ্যিক; সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রেড কোর্স চালু এবং উচ্চতর পর্যায়ে কারিগরি ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া জরুরি।

যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবছর জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সেহেতু জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যিক।

খ সারা বিশ্বে বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির কুফল হলো— মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর বিলাসদ্রব্য যা একেবারেই প্রয়োজন নয় তা আমদানি করা হয়ে থাকে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করা হয়।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো।